*" .... '৭৪ এর ২০ শে জুলাই ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস। সেদিনও ভোর হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই, ভোর গড়িয়ে দুপুর এল। সাংস্কৃতিক কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হলেন কার্জন পার্কে। গণতন্ত্রের অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়ে প্রবীরের (দত্ত) দেহ। ...*
*এগিয়ে এলেন আমাদের কবি সাহিত্যিকরা। প্রস্তুতিপর্ব লিখল, 'কেবল বিশে জুলাই নয়, প্রতিটি দিনই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস হয়ে উঠুক'। প্রবীন কর্মী পরেশ ধর গান লিখলেন 'এক ফালি কার্জন পার্কের সবুজে / গোটা দেশ নয় সীমাবদ্ধ / সেখানে নাটক গান বেয়নেটে বিঁধলেও / থামবে না কর্ম আরব্ধ ...."।*

'গণবিষাণ' সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল ১৯৭৭ সালে। যোগাযোগ করা হয় তাঁদের নেত্রী জলি বাগচী'র সঙ্গে। অত্যন্ত আগ্রহ ভরে পরেশ ধরের দুটি গানের স্বরলিপি তুলে দেন, যে দুটি তাঁদের সত্তরের দশকের গণসঙ্গীতের সংকলন 'সূর্য অভিযানের গান'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আরও বলেন, তাঁদের সহকর্মী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। **গীতিকার ও 'ম্যানিফেস্টো'র সম্পাদক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গেল, একটা উল্লেখযোগ্য সময়ে তিনি পরেশ ধরকে কাছ থেকে দেখেছিলেন।**

**পার্থ ব্যানার্জীর বিবরণ — বহুরূপী পরেশ ধর :**

*"পরেশ ধর মহাশয়কে আমি প্রথম দেখি '৬৭-৬৮-সালে। আমাদের পাড়ায় দুর্গোপুজোর সময় প্রতিবছর যাত্রার আসর বসতো নবমীর রাতে। সেবার চিৎপুরের দল নয় — এল পরেশ ধরের নতুন ধারার যাত্রাদল 'দশরূপক'। পালার নাম 'গৈরিক পতাকা'। পালাকার পরেশ ধর।*
*এরপর '৭৭-'৭৮ সালে, দশ বছরের ব্যবধানে, আবার দেখলাম পরেশদাকে। এবারে তাঁর ভূমিকা স্ট্রীট সিঙ্গার। গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য বহন ক'রে ছোটখাট পথসভা থেকে শুরু ক'রে বড় বড় জমায়েত সমাবেশে প্রবীণ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর, কালী দাশগুপ্তরা গান গাইছেন। ঘটনাচক্রে আমি তখন 'গণবিষাণ' সংস্থার একজন সক্রিয় সদস্য। গণবিষাণের প্রধান পরিচয় গানের দল। তো সেই সময়ই পরেশদার সাথে আলাপ পরিচয়। সে সময়টা পরেশদা শুধু গানই করেননি, বয়সের বাধা ঠেলে মিছিলে হেঁটেছেন সবার সাথে, ছোট বড় নানান মিটিং-এ সমাবেশে হাজির। আসলে, ওই আন্দোলনের সাথে খুবই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন পরেশদা।*
*তখন তিনি বেশ প্রবীণই। তবু ডাক পেলেই ছুটে গিয়েছেন গান গাইতে। উৎসাহ-নিষ্ঠা-আর সৃজনশীলতায় কারো থেকে পেছিয়ে পড়তে রাজি নন। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে পথসভা — পরেশদা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছেন, তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গ গীতি, মুরগী ক্যারক্যারায়, ক্যারক্যারায়, আন্ডা পাড়ে না। এসপ্লানেড ইস্টের বড় জমায়েত পরেশদা গাইছেন তার সুরেলা গলায় 'এমন রাত্রি নেই, যা প্রভাতে হয় না'। এমনি আরো কত ছবি। তখন আমরা সংস্কৃতিক কর্মীরা প্রায়ই যৌথ কর্মসূচী, ঐক্যবদ্ধ গণসাংস্কৃতিক আন্দোলন, এমনি নানা ব্যাপারে অনেক মিটিং টিটিং করতাম। এমনি মিটিঙে পরেশদার গরানহাটার বাসায়ও গিয়েছি কয়েকবার সমীর রায়, বিপুল, কাজল, অর্জুন, আরো কতজন। পরেশদার বাড়িতে মিটিং হলে আমরা অনেকেই নিশ্চিত থাকতাম শুধু চা নয়, খাবারও আসবে। আর সত্যিই তা আসতো। এক একদিন এক একরকম। আমার সাথে তাঁর খুব ঘনিষ্টতা হয়নি কখনো। রাজনৈতিক অবস্থানে আমি স্রেফ ক্যাডার, আর উনি একজন প্রবীণ নেতা। তার ওপর আবার গানবাজনাও করি না, ফলে আলাপ*

তেমন জমে নি।

এবারে আমার অবাক হওয়ার পালা। একজন বন্ধু এসে খবর দিল পরেশদা আমার 'হেলে' ছড়াটাই সুর দিয়েছেন। আমার অশেষ সৌভাগ্য। পরে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ও ওই ছড়াটার সুরারোপ করে গান। গানটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। হয়তো সে কারণেই পরেশদার আর 'হেলে' গানটা তেমন গাইতেন না। আরো একটা ব্যাপারে পরেশদার কাছে আমি এবং আমার সত্তর দশকের কবিবন্ধুরা অনেকেই কৃতজ্ঞ। গল্পটা এরকম। ১৯৮৩ সাল, মাস মনে নেই। বাড়িতে ফিরে দেখলাম আমার টেবিলে একটি বাঁধানো ডাবল ক্রাউন সাইজের বই। 'Indian Poetry For All Occasions' কে একজন দিয়ে গেছে। সূচীপত্র খুলে আবার অবাক। আমার 'হেলে' কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ ছাপা হয়েছে। অনুবাদক পরেশ ধর। ওই বইয়ে তিনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাগ্নিক কবিতারও অনুবাদ করেছিলেন। 'Six Haikus' নামে স্বরচিত ইংরাজী কবিতাও ছিল ওই সংকলনে। ১৯৮৬ সালে আমাদের বন্ধু অচিন্ত্য গুপ্ত 'An Anthology of Bengali Poems of the '70's' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ওই সংকলনে পরেশদা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (চারটি), সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নাংশু বর্গী, মুরারী মুখোপাধ্যায় এবং সাগর চক্রবর্তীর (দুটি) কবিতার অনুবাদ করেছেন। স্বরচিত বাংলা কবিতার অনুবাদও ছিল ওই সংকলনে। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নানান প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। প্রায় নিয়মিত ফ্রন্টিয়ারেও লেখালেখি করেছেন একটা পর্বে। গণনাট্য পর্ব থেকেই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাই ছিলেন বলেই জানি।"

'জলার্ক'-এর সাক্ষাৎকারে পরেশ ধর এক জায়গায় বলছেন — "বেশ কিছুদিন পরে বিপ্লবী লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী সংঘে যোগ দিই"।

**অধ্যাপক দেবব্রত পান্ডা, আটের দশকের গোড়ায় বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ার পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে সিটি কলেজের দিবা বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল। এক সময় পরেশ ধরের কাছাকাছি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে বলা হয়। দেবব্রত পান্ডা লেখেন : 'বানপ্রস্থে যাবার বয়সে তিনি তবু পদাতিক'।**

"সবে জরুরী অবস্থাটা ফিকে হয়ে আসছে। ১৯৭৮ সালের খুব সম্ভব এপ্রিল মাস তখন। 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার অফিসে সবে কিছুদিন যোগ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ভবানীদা — বর্তমানে প্রয়াত ভবানী চৌধুরী। তাঁর কাছে শুনলাম, প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার হলে ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির সম্মেলন চলছে, সেখানে এসেছেন কে. ভি. রমানা রেড্ডি। অন্ধ্রপ্রদেশের 'বিপ্লব রচয়িতাল সংঘম' (বিরসম্)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কবি ও সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে রমানা রেড্ডি তখন প্রায় কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে উঠেছেন, তেলেগুভাষী মানুষের কাছে। ফ্রন্টিয়ার-এর পাতায় সুদর্শন এবং কে. ভি. আর — এই দুটি নামে তখন বিস্তর লেখা বেরিয়েছে তাঁর। লোভ সামলাতে পারলাম না, তাঁর সঙ্গে কথা বলার। কথা যদি বলতেই হয়, তবে জনা কয়েক লেখক শিল্পীকে ডেকে একটা আলোচনার আসর বসানো যাক। অমনি আট দশ ঘন্টার মধ্যেই যোগাযোগ হয়ে গেল। জনা তিরিশ লেখক-শিল্পী জড়ো হলেন রমানা রেড্ডি'র সঙ্গে কথা বলার জন্যে, অন্ধ্রপ্রদেশে 'বিরসম্'-এর অভিজ্ঞতা জানার আগ্রহে। অনেকেই বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। তবে প্রবীণদের